জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – অক্টোবর /০১

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* নতুন মহাসচিব নির্বাচনের জন্য সোমবার নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি
* উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষার কথা ঘোষণা করায় আনানের উদ্বেগ প্রকাশ
* জাতিসংঘ মহাসচিবের সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন নিয়ে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক
* ইসরাইলি আক্রমণে জাতিসংঘের চার সামরিক পরিদর্শকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত দল এখনও হামলার কারণ উদঘাটন করতে পারেনি
* পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে : ইউনিসেফ প্রতিবেদন

নতুন মহাসচিব নির্বাচনের জন্য সোমবার নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি

৩ অক্টোবর– জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব নির্বাচনের জন্য সোমবার সকালে নিরাপত্তা পরিষদে আনুষ্ঠানিক ভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে ভোটের ফলাফল অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করা হবে। অক্টোবর মাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি আজ একথা জানান।

নিরাপত্তা পরিষদের অক্টোবর মাসের কর্মসুচি বর্ণনা করতে গিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদুত কেনজো ওসিমা সাংবাদিকদের বলেন সোমবার সকালে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে যদিও নিরাপত্তা পরিষদ কোন নাম অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট প্রেরণ করবে কিনা তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। সাধারণ পরিষদকে অবশ্যই একই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাসচিব নির্বাচিত করতে হবে।

এ বছর চারটি অনানুষ্ঠানিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৩১ ডিসেম্বর মহাসচিব কফি আনানের মেয়াদ শেষ হলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য পাঁচজন প্রার্থী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিদ্বিতায় রয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনাব ওসিমা বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরো উন্নত করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি বলেন, বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পুর্বেরগুলোর তুলনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

জনাব ওসিমা আরো জানান প্রার্থীরা নিউ ইয়র্ক জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ভেতরে ও বাইরে আঞ্চলিক গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করেন।

তিনি আরো বলেন, আইভরি কোস্টে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন–তারিখ নির্ধারণের জন্য এ মাসের শেষ নাগাদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সেখানে উত্তেজনা আবার নতুন করে দানা বেধে উঠলে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়। অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল।

জনাব ওসিমা আরো জানান শান্তি ও নিরাপত্তা সুসংহতকরণে নারীর ভুমিকা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে এ মাসে একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষার কথা ঘোষণা করায় আনানের উদ্বেগ প্রকাশ

৩ অক্টোবর- উত্তর কোরিয়া (ডি.পি.আর.কে.) ভবিষ্যতে পরমাণু পরীক্ষা চালানোর ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহাসচিব কফি আনান উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ উক্ত অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে এবং খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে। পরমাণু পরীক্ষা স্থগিতকরণের বর্তমান সিদ্ধান্ত বজায় রাখতে তিনি দেশটির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

নিউ ইয়র্ক জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জনাব আনানের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানান জনাব আনান বলেছেন, উত্তর কোরিয়ার পরমাণু পরীক্ষার ঘোষণায় তিনি বিশ্ববাসীর সাথে উদ্বেগ শেয়ার করছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা উক্ত অঞ্চলের উত্তেজনাকে আরো বৃদ্ধি করবে। উত্তর কোরিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিন্দা কুড়াবে এবং তার নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করাসহ বিবৃতিতে যেসব লক্ষ্য অর্জনের কথা দেশটি বলেছে তা অর্জনে এ পদক্ষেপ সহায়ক হবে না।

মহাসচিব কফি আনান সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করতে এবং পরমাণু পরীক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিয়মনীতি মেনে চলতে এবং বর্তমান স্থগিতাবস্থা বজায় রাখতে পিয়ংইয়ং-এর প্রতি আহ্বান জানায়।

পরমাণু সদস্যসহ কোরিয়া উপদ্বীপের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন উদ্বেগ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ সুগম করতে দুই কোরিয়া, চীন, জাপান, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ছয় পক্ষীয় আলোচনায় পুনরায় যোগদান করতে তিনি উত্তর কোরিয়ানদের প্রতি আহ্বান জানান।

দিনের প্রথমভাগে অক্টোবর মাসের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জাপানের রাষ্ট্রদুত কেনজো ওসিমা বলেন, উত্তর কোরিয়া ও এর পরমাণুকর্মসুচির বিষয়টি এ মাসে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসুচির অন্যতম প্রধাম বিষয় হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন নিয়ে সাধারণ পরিষদে বিতর্ক

অক্টোবর ২ - জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তার দশম ও সর্বশেষ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনে কেবল জাতিসংঘ নয়, বরং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় "সুশাসন ও জবাবদিহিতার" প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেছেন। সাধারণ পরিষদে আজ এ প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

জনাব আনান ৫৬ পৃষ্ঠার এ ডকুমেন্টে বলেন, এ প্রতিবেদন সোনালি সুতার ন্যায় সুশাসন ও জবাবদিহিতার তত্ত্বে বোনা। সদস্য রাষ্ট্রগুলো যদি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন চায়, টেকসই নিরাপত্তা অর্জন করতে চায় এবং আইনের শাসনের অধীনে মানবাধিকারকে সমুন্নত দেখতে চায় তবে তাদেরকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তাদের নাগরিকদের নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে।

তিনি বলেন, এ সংস্থা আরো শক্তিশালী ও কার্যকর হতে পারে যদি এর ব্যবস্থাপনা আরো ভাল হয় এবং এটি এর সদস্যদের নিকট সুস্পষ্টরূপে জবাবদিহি থাকে। এর অর্থ হল সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অধিকতর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

বিশেষত গত দশকের নাটকীয় পরিবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরে জনাব আনান বলেন, আমাদের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৫০ শতাংশই এখন এখাতে কাজ করছে। ১৯৯৭ সালে মানবিক সহায়তা দপ্তরের সংখ্যা ছিল ১২ এবং এতে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন ১১৪ জন এবং ২০০৫ সালে মানবিক সহায়তা দপ্তরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩-তে এবং এতে কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন ৮১৫ জন।

এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও জনাব আনান স্বীকার করেন ২১ শতকের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ব সংস্থায় আরো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এ জন্য ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যেককে এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

তিনি বলেন, কিন্তু আমাদের অঙ্গীকার কখনও পরিবর্তিত হবে না। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের জনগনের স্বার্থে তাই উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার এই তিনটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তাদের স্বার্থকে কার্যকরভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গত ১০ বছরে এ সংস্থা কিভাবে তা করেছে তাই এ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি আমাদের গর্বিত হওয়ার মত অনেক কিছুই এ প্রতিবেদনে রয়েছে। তবে আমাদের চ্যালেঞ্জের তুলনায় আমাদের সামথ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমি ওয়াকিবহাল রয়েছি। তাই আমি বিশ্বাস করি জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান সময়ের তুলনায় আমাদেরকে আরো অধিক মনোযোগী হতে হবে।

ইসরাইলি আক্রমণে জাতিসংঘের চার সামরিক পরিদর্শকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত দল এখনও হামলার কারণ উদঘাটন করতে পারেনি

২৯ সেপ্টেম্বর – লেবাননে জুলাই মাসে ইসরাইলি আক্রমণে জাতিসংঘের চার সামরিক পরিদর্শকের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে নিয়োজিত বোর্ড আক্রমণের সাথে জড়িত কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারায় জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের বারংবার অনুরোধের পরও কেন হামলা বন্ধ করা হল না সে ব্যাপারে কোন সমাধানে পৌঁছুতে পারেনি। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র আজ একথা জানান।

বিধি মোতাবেক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী অভিযান দপ্তর (ডি.পি.কে.ও.) এ বোর্ডকে নিয়োগদান করে। জাতিসংঘ মুখপাত্র বিবৃতি আরো বলে, বোর্ড জানিয়েছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের খাইয়াম ঘাটিতে আক্রমণের পুর্ণ দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে এবং এটি “বাস্তবায়ন পর্যায়ের” ভুল হিসেবে অবহিত করে এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

তবে তিনি বলেন, এ অভিযানের বাস্তবায়ন বা কৌশলগত পর্যায়ের সাথে জড়িত আই.ডি.এফ. এর (ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী) সাথে বোর্ডের দেখাসাক্ষাৎ না হওয়ায় জাতিসংঘ বাহিনীর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে ও সদরদপ্তরে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের নিকট জাতিসংঘ অবস্থানের ওপর আক্রমণ বন্ধের জন্য বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন এ আক্রমণ বন্ধ করা হল না তা নির্ধারণ করতে পারেনি।

৫০০–কে.জি.–এর নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদী বিমানবাহী গোলাটি বর্ষিত হওয়ার পর পরই ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী ইহুদ ওলমার্ট “গভীর দুঃখ” প্রকাশ করে।

ঐ দিনই অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন ও ফিনল্যান্ড থেকে আগত চারজন পরিদর্শক নিহত হন। লেবাননের জাতিসংঘ অন্তবর্তীকালীন বাহিনী (ইউ.এন.এফ.আই.এল.) জানায় পর্যবেক্ষণ ঘাঁটির ৩০০ মিটারের মধ্যে ২১টি আক্রমণ করা হয় এবং প্রতিবার আক্রমণের পর জাতিসংঘ আই.ডি.এফ.–এর নিকট প্রতিবাদ জানায়। জাতিসংঘের উপমহাসচিব মার্ক ম্যালোচ ব্রাউনও ইসরাইলের জাতিসংঘ মিশনের সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেন।

ইউনিফিল সদর দপ্তরের সাথে ঘাঁটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর এটি দু’টি সৈন্যবাহী সামরিক যানের জন্য নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করে এবং তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখে ঘাঁটিটি সম্পুর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং চারজন পর্যবেক্ষক নিহত হয়েছে। সে সময়ে জাতিসংঘ কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন আই.ডি.এফ.–এর নিকট বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ইউনিফিল অবস্থানের সন্নিকটে উদ্ধার অভিযান চলাকালীন সময়ে গোলাবর্ষণ অব্যাহত থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদ একটি সমন্বিত তদন্ত পরিচালনার জন্য ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং জনাব আনান জাতিসংঘ–ইসরাইল যৌথ তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

আজকে এ বিবৃতিতে আরো জানান হয়, বোর্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জাতিসংঘ তার সকল প্রতিষ্ঠিত বিধিবিধান মেনে চলেছে এবং এ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তাদের আর কিছুই করার ছিল না।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে : ইউনিসেফ প্রতিবেদন

২৮ সেপ্টেম্বর – আজ প্রকাশিত জাতিসংঘ শিশু তহবিলের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যদিও ১৯৯০ সালের পর থেকে ১২০ কোটিরও অধিক মানুষের নিকট নিরাপদ পানি পৌঁছে দেওয়া গেছে কিন্তু এখনও প্রতি ১০ জনে চারজন মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত রয়েছে যার ফলে প্রতি বছর ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু ডায়েরিয়ায় মৃত্যুবরণ করছে।

“শিশুদের জন্য উন্নয়ন : পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ক প্রতিবেদনপত্র” শীর্ষক প্রতিবেদনে ২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ পানীয় জল ও মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অগ্রগতির বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

এতে বলা হয় সারা বিশ্বে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির পরিমাণ ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বেড়ে ৭৮ থেকে ৮৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়াও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে।

সারা বিশ্বে মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রাপ্তির অনুপাত ১৯৯০ সালের ৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পুর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এ অনুপাত ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

তারপরও প্রতি বছর ১৫ লক্ষ শিশু ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কেননা তাদের কাছে এখনও নিরাপদ খাবার পানি ও মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পৌঁছেনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে ডায়েরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অন্তত আরো এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর হার কমানো যায়।

নিউ ইয়র্ক সদর দপ্তরে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান.এম. ভ্যানেম্যান বলেন উলে-খ্যযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত এবং ৯৮ কোটি শিশু পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা পাচ্ছে না।

তিনি বলেন, উন্নত পুষ্টি, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস এবং ব্যধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান পুর্বশর্ত।

বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা অন্য আরেকটি উপকারিতা হল স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার ও প্রাতিষ্ঠানিক নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাওয়া, কেননা তাদেরকে আর স্কুলে না গিয়ে তাদের পরিবারের জন্য পানি সংগ্রহ করতে ও তা বয়ে আনতে হবে না।

** ** **